৯ই আগষ্ট বিশেষ সংখ্যা

ঐতিহাসিক আগষ্ট সংগ্রাম জিন্দাবাদ

'৪২-এর ৯ই আগষ্ট! ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। এই দিনটিকে কেন্দ্র করে ভারতের জনগণের মধ্যে যে অভূতপূর্ব অভ্যুত্থান ঘটে—সেই প্রেরণা আজও সংগ্রামকারীদের উদ্বুদ্ধ করে তোলে। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সেই ঐতিহাসিক ঘটনা আজ দীর্ঘ এগার বৎসর পরে অনুধাবন করার জন্য সর্বাগ্রে আগষ্ট সংগ্রামের পটভূমিকার বৈজ্ঞানিক পর্য্যালোচনা একান্ত প্রয়োজন।

আগষ্ট সংগ্রামের পটভূমিকা ঃ

দীর্ঘ দু'শ বছরের পরাধীনতার আনুসঙ্গিক সমস্ত ব্যধী ভারতের জনজীবনের প্রতিটি দিককে ঘিরে বসেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হওয়ার সাথে সাথে এর ঢেউ এসে ভারতের বুকেও লাগল। ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী ভারতকে মিত্র পক্ষের যুদ্ধায়োজনে জড়িয়ে ফেলায় জনগণের দৈনন্দিন জীবনে যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে দেখা দিল। যুদ্ধায়োজনে রসদ জোটাতে গিয়ে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী জনগণের অর্থনৈতিক শোষণের মাত্রা দিনের পর দিন বাড়িয়ে চলল। দুর্বিসহ শোষণের বেড়াজাল ক্রমশঃ যে সমগ্র জাতিকে এক সর্বাত্মক ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবে তার চিহ্ন প্রকট হয়ে উঠল। রাজনৈতিক পরাধীনতার জন্যই যে এই সর্বাত্মক ধ্বংস এগিয়ে আসছে সেকথা সহজেই জনসাধারণ অনুধাবন করতে আরম্ভ করলো। জনগণের চেতনা শুধু সাম্রাজ্যবাদের শাসন শোষণ সম্পর্কেই সজাগ রইল। সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্ত্তনের জন্য বিদেশী সাম্রাজবাদী শাসন শোষণের পরিবর্ত্তন করে নূতন কী ধরণের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন প্রয়োজন —চেতনা তখনও সেই দিকে ধাবিত হওয়ার সুযোগ পায়নি।

জাতীয় কংগ্রেস সেদিন জাতীয় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের এক মহামিলন কেন্দ্র হিসাবেই পরিগণিত ছিল। জাতীয় কংগ্রেসের মারফৎ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে ভারতের প্রতিটি শ্রেণীর মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ উৎখাতের লক্ষ্য নিয়ে। দেশের ধনিকশ্রেণী যেমন কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের মারফৎ বিদেশীর পরিবর্ত্তে দেশীয় ধনিক শ্রেণীর শাসন শোষণ কায়েম করার উদ্দেশ্যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে নিজ শ্রেণীর স্বার্থে ব্যবহারের জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল; তেমনি অন্যান্য শ্রেণীসমূহ নিজ নিজ শ্রেণী স্বার্থানুযায়ী [illegible] ব্যবহারের আশায় [illegible] হয়েছিল।

কংগ্রেসের বামপন্থী সংগ্রামী শক্তিসমূহ কংগ্রেসের মূল আধার হলেও নেতৃত্ব ছিল দক্ষিণপন্থীদের করতলগত। আর বামপন্থী শক্তিসমূহকে পরিচালনার জন্য কি আদর্শের দিক থেকে কি সংগঠনের দিক থেকে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক দলের অভাবে বিপ্লবী নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পারেনি। এ দুর্বলতা সত্বেও সংগ্রামের মধ্যে থেকে বিপ্লবী নেতৃত্ব গড়ে ওঠার সম্ভাবনায় পারিপার্শ্বিক অবস্থা তখন ভরপুর। তাই কংগ্রেস হতে যখন প্রচারিত হল যে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশকে এদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করতে হবে—ইংরেজ সরকার ভারত ছাড় আওয়াজে ভারতের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত বিদ্যুৎ প্রবাহের মত উদ্বেলিত হয়ে উঠল। সেই আওয়াজকে বাস্তবে রূপায়িত করায় জন্য "হয় করবো নয় মরবো" এই পণ নিয়ে এগিয়ে আসতে জনসাধারণের বিলম্ব হল না।

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সিংহ সম্বন্ধে যে ভীতি এতদিন মানুষকে হুমকি দিত পশ্চিমের রণাঙ্গণে একের পর একটি পরাজয় সেই হুমকির অসারতা নগ্নভাবে খুলে ধরেছে। মানসিক প্রস্তুতির দিক থেকে জনসাধারণকে শাসকগোষ্টির বিরুদ্ধে এর প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিকেই ঠেলে দিল।

সংগ্রামের অবদান ঃ

৯ই আগষ্ট বোম্বাই সহরে কংগ্রেসের অধিবেশনে 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গ্রহণ করার পূর্বেও সাম্রাজ্যবাদী পুলিশ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করলো। গ্রেপ্তারের সংবাদ এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ছড়িয়ে পড়ল। সারা দেশের মানুষ সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্টির বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। এই বিক্ষোভ রূপ নিল সরকারী আদালত, থানা, পোষ্টঅফিস প্রভৃতি আক্রমণ ও দখলে এবং দখল কায়েম রাখার জন্য রেল, বাস, ট্রাম প্রভৃতি যাবতীয় যানবাহন অচল করার অভিযানে। সভা, শোভাযাত্রা ধর্মঘট চালানর সাথে সাথে ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে নিজেদের স্বতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠল। এই স্বতন্ত্র ব্যবস্থা যায়গায় যায়গায় যত অল্প সময়ের জন্যই হোক না কেন টিকিয়ে রাখার জন্য গ্রামের কৃষক ও ছাত্র সমাজ সমস্ত বীরত্ব নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী পুলিশ মিলিটারীর সঙ্গে শসস্ত্র মোকাবেলা করতে এগিয়ে এসেছে। বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, পাটনা, কটক, কলিকাতা প্রভৃতি নগরীর ছাত্র ও জনসাধারণের ব্যাপক ধর্মঘট ও সভা, শোভাযাত্রা; বোম্বাইএর সুতাকল শ্র[illegible]

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জ্জী এম,এল,এ

সোস্যালিষ্ট ইউনিটী সেন্টারের বাংলা মুখপত্র

৫ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা] রবিবার ৯ই আগষ্ট, ১৯৫৩, ২৪শে শ্রাবণ, ১৩৬০ [দু'পয়সা

১৫ই আগষ্টের ভূয়া স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বিপ্লবী ঐক্য গড়ুন

'৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট কংগ্রেস যে রাষ্ট্র ও সরকার গঠন করেছে দেশের ধনিক-মালিক-জমিদার মহাজনদের স্বার্থে যে গঠনতন্ত্র রচনা করেছে তার চাকায় ভারতের জনসাধারণ প্রতিনিয়ত নিষ্পেষিত হয়ে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সমস্ত দিকেই বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে।

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক এই সর্বাত্মক বিপর্য্যয়কে রোধ করবার জন্য তাই আজ প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রতিরোধের দুর্জয় সংগ্রাম গড়ে উঠছে।

জনগণের এই প্রতিরোধ সংগ্রামকে আজ স্থানীয় ও বিচ্ছিন্ন অবস্থা থেকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এক গণতান্ত্রিক মোর্চ্চায় সংঘবদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন।

১৫ই আগষ্ট দেশের ধনিকশ্রেণীর রাষ্ট্র ও সরকারের বিরুদ্ধে প্রকৃত বিপ্লবী শক্তি সমূহের ঐক্যের পথে পরিচালিত করার সঙ্কল্প গ্রহণ করতে হবে।

ধণিক-মালিক শ্রেণীর প্রতিভূ বর্ত্তমান কংগ্রেসী রাষ্ট্র ও সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে ধণিক শ্রেণীর অপরাংশ প্রজা সোস্যালিষ্ট দলের বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের চরিত্র সম্পর্কে জনগণকে অবহিত হতে হবে।

১৫ই আগষ্টের ভূয়া স্বাধীনতা তথা দেশীয় ধণিকতন্ত্রের উপযুক্ত জবাব ভারতের বিপ্লবী জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মারফৎই দিতে হবে।

১৫ই আগষ্ট আওয়াজ তুলুন—

কংগ্রেসী প্রজাতন্ত্র নিপাত যাক।

শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী ঐক্য জিন্দাবাদ।

ইন কিলাব জিন্দাবাদ।

দের ধর্মঘট, বালিয়া, বস্তি, মেদিনীপুর, বালুরঘাটের কৃষকদের সরকারের পুলিশ মিলিটারীর সঙ্গে হাতাহাতি বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে কিছু কালের জন্য হলেও সংগ্রামের মারফৎ নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা ও শাসকগোষ্টির সঙ্গে শসস্ত্র ব্যারিকেড লড়াইয়ের শিক্ষা সেদিনই সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে জনসাধারণ হাতে কলমে করতে শিখলো। আগষ্ট সংগ্রামের সেই অবদান ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য সযত্নে রক্ষিত আছে। আগষ্ট শহিদের তাজারক্ত স্বাধীন জাতীর মু[illegible]

ক্ষেত্র বিস্তৃতভাবে সিঞ্চিত করেছে;—আগষ্ট সংগ্রামোত্তর যুগে এরই ঐতিহ্য বহন করে নূতন নূতন অবদান সৃষ্টির সূচনা করেছে।

আগষ্ট সংগ্রামে শক্তি সমাবেশ

ভারতের ধনিক শ্রেণীর প্রতিভূ দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতৃত্ব আগষ্ট সংগ্রামের পুরোভাগে থেকে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার সকল ব্যবস্থাই পাকাপাকিভাবে করে সংগ্রামের আহ্বান দিয়েছিলেন। ঔপনিবেশিক ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর প্রভুত্ব কায়েম করার অভিলাসে সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছেন—[illegible] আকর্ষ্য হওয়ার কিছু

রেজিঃ নং সি, ৩২৫৩

নেই। নেতৃবৃন্দ ধনিক শ্রেণীর আপোষ-কামী সংস্কারবাদী চরিত্রের সমস্ত বৈশিষ্ট রক্ষা করেছে সংগ্রামের প্রস্তুতি গড়ে তোলার সময়ই। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট রাষ্ট্রীয় কাঠামো ঠিক রেখে, অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কিছুমাত্র বিঘ্ন না ঘটিয়ে সংগ্রামের চাপ দিয়ে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠির পরিবর্তে দেশীয় ধনিকশ্রেণীর শাসন কায়েম করার জন্য শত্রুপক্ষের দুর্ব্বলতম ক্ষণে তার শাসন কার্য্যে দ্রুত অচলাবস্থা সৃষ্টি ও কতকাংশে নিজস্ব শাসন প্রতিষ্ঠা দ্বারা জনসাধারণকে পাল্টা ব্যবস্থায় অনুপ্রাণীত করার সম্পূর্ণ ব্যবস্থাই দক্ষিণ পন্থী নেতৃত্ব অবলম্বন করেছিলেন।

সংগ্রাম যাতে কোনক্রমেই অর্থ নৈতিক কাঠামোতে আঘাত না হানে তার জন্য বিশেষ করে শাসন কার্য্য সংক্রান্ত সাম্রাজ্য-বাদের মাটি গুলিতে আঘাত হানার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আর এই জন্যই শ্রমিক শ্রেণীকে যত্ন সহকারে সংগ্রামের মূল ভূমিকা হতে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। আগষ্ট সংগ্রামের যে ব্যাপকতা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তাও বিশেষভাবে ছাত্র ও কৃষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যে গান্ধীজী ইতিপূর্বে বহুবার সমস্ত গুরুত্ব দিয়ে ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলন হতে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়ে এসেছেন তিনিই আগষ্ট সংগ্রামে ছাত্রদের অগ্রদূতের ভূমিকায় ডেকে আনতে দ্বিধা করেন নি। ছাত্রদের পুরোভাগে রেখে কৃষক সম্প্রদায়ের ব্যাপক অংশের সহায়ে সংগ্রামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জাতীয় ধনিক শ্রেণীর স্বার্থের পরিপূরক করে তুলতে সংগ্রামের পূর্বেই নেতৃবৃন্দ যথো-পযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। ধনিক শ্রেণীর হাত থেকে যে বিপ্লবী নেতৃত্ব সংগ্রামের মাধ্যমে আপোষপন্থী সংস্কারবাদী গণ্ডী অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে পারে সেই সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী অনেকটা দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। তাই শেষ পর্য্যন্ত জাতীয় ধনিক শ্রেণীর হাতেই সংগ্রামের নেতৃত্ব থেকে গিয়েছিল।

বামপন্থী রাজনৈতিক দল সমূহ সর্বশক্তি নিয়োগ করেও সংগ্রামকে জাতীয় ধনিক শ্রেণীর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গণ্ডীর বাইরে জন-গণের আশা আকাঙ্খা সিদ্ধির দিকে নিয়ে যেতে পারেন নি। সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে শাসনকার্য্যে অচলাবস্থা সৃষ্টির সাথে সাথে বিদেশী ও দেশী ধনিক-মালিক শ্রেণীর শোষণ যন্ত্রে আঘাত হানার জন্য শ্রমজীবি জনসাধারণের ব্যাপক সমর্থনকে সংগঠিত ও রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে না পারায় মাঝপথে সংগ্রামের পরিসমাপ্তি এনে দিল। আগষ্ট সংগ্রাম যে বৈপ্লবিক সম্ভাবনা নিয়া দেখা দিয়াছিল তা অচীরেই ধূলিস্মাৎ হয়ে গেল—সাম্রাজ্যবাদের প্রতি-হিংসা মূলক বর্বর আক্রমণের মুখে।

বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণী ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি

ভারতের জনগণের সেই সঙ্কটের দিনে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণী সংগ্রামের যথাযথ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেনি। শ্রমিক শ্রেণীর দল বলে ভারতের যে কমিউনিষ্ট পার্টি পরিচয় দেয়, সেদিন তারা সংগ্রাম থেকে শুধু সরে দাঁড়িয়েছিল তাই নয় উপরন্তু শ্রমিক শ্রেণীকে সংগ্রামে অংশ নেওয়া থেকে সরিয়ে রাখতে সর্বোতভাবে চেষ্টা করেছে। সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠি সে যুদ্ধান্মাদনা চালানোর জন্য সৈন্যও শ্রমিকদের উপর বিশেষ দৃষ্টি রেখে ছিল। তাই শ্রমিক-দের কোনরূপ অসন্তোষ যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য সাময়িক বহু রকমের অর্থ-নৈতিক সুযোগ সুবিধার প্রলোভনে টেনে রাখতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছিল আর সে সুযোগ নিয়ে সংগ্রাম বিমুখ ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি সাম্রাজ্যবাদের দালালের ভূমিকা শ্রমিকদের বিপথগামী করেছে। সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী দল গড়ে না ওঠায়, শ্রমিক শ্রেণী তখনও শ্রেণী হিসাবে সচেতন, নিজস্ব শ্রেণীগত সঙ্ঘবদ্ধতা ও রাজনৈতিক সংগ্রামশীলতা নিয়ে গড়ে ওঠার সুযোগ পায়নি। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে তখন যেটুকু সংহতি ছিল তা কেবলমাত্র অর্থ-নৈতিক আন্দোলনের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর যারা শ্রমিক শ্রেণীর রাজ-নৈতিক দল বলে পরিচয় দিতেন সেই কমিউনিষ্ট পার্টি শ্রমিক শ্রেণীকে রাজ-নৈতিক চেতনা, সঙ্ঘবদ্ধতা ও সংগ্রামী-শীলতার পথ এড়িয়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্যেই তাকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিলেন। সেই সুযোগ পুরোমাত্রায় গ্রহণ করলে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসকের আগষ্ট সংগ্রামের সময় আর দেশীয় ধনিক শ্রেণী পরবর্ত্তী কালে নিজেদের রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা করায়ত্ব করার সময়। বিপ্লবী শ্রমিক নেতৃত্বহীন কৃষক ও ছাত্র জনসাধারণ ধনিক শ্রেণীর সংস্কারবাদী আপোষপন্থী নেতৃত্বের বেড়াজাল আত্মদানেব প্লাবন এনেও সংগ্রামে জয়ী হতে পারল না। ইতিহাসের এই চরম পরিহাস আজও দেশের বিপ্লবী শক্তি সমূহের মনে গভীর রেখাপাত করে আছে, ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি নিজস্ব অবিপ্লবী আচরণের আড়ালে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর সর্বাঙ্গে সেদিন কলঙ্কের যে কালীমা লেপন করে দিল তাতে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর কাছে ভবিষ্যতে ক্ষমা পাবে না।

আগষ্ট সংগ্রামের শিক্ষা ও ঐতিহ্য ঃ

আগষ্ট সংগ্রাম বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সীমাবদ্ধতার জন্য পরাজিত হলেও পর্য্যুদস্ত হয়নি। ভারতের জনসাধারণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জাতীয় ধনিক শ্রেণীর স্বরূপ চিনে নিয়েছে। জাতীয় কংগ্রেস সংগ্রামের দায়িত্ব অস্বীকার করায় জনগন উপলব্ধি করেছে দেশের ধনিক শ্রেণী নিজেদের শাসন শোষণ কায়েক করার জন্যই জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আর বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণী সেদিন সংগ্রামে যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ না করায় বিপ্লবী নেতৃত্বহীন অবস্থায় জনসাধারণ পরাজয় বরণ করে নিল। দেশের বিপ্লবের অনুকূল পরিস্থিতি সত্বেও বিপ্লব সংগঠিত না হওয়ার পিছনে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবীদল যে কতখানি অপরিহার্য্য এ কথা সেদিন মর্মে মর্মে অনুভূত হল। আর মাঝখানে ভারতের ধনিক শ্রেণীর অপরাংশ তদানিন্তর সোস্যালিষ্ট পার্টির মারফৎ চটকদার সংগ্রামের পায়তারা করে সংগ্রামকে বুর্জোয়া নেতৃত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখলো যাতে সংগ্রামী জনতা সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলোপ ঘটিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা করায়ত্ত করে শ্রমিক কৃষকের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর না হয়।

আগষ্ট সংগ্রামের বৈপ্লবীক ঐতিহ্য সমস্ত জনসাধারণের মধ্যে ব্যপক ভাবে ছড়িয়ে আছে। সেই ঐতিহ্য সাম্রাজ্যবাদের শাসন যন্ত্রে আঘাত হানার অভিজ্ঞতায় বহণ করে, সামরিক বাহিনীর সাথে সশস্ত্র লড়াইয়ের হাতে কলমে শিক্ষার পরিচয় দেয়, আর গ্রামের ক্ষেত খামারে, নগরের হাটে মাঠে রাস্তায় ব্যারিকেড সংগ্রামের অভিনব কৌশলে আগামী দিনের সংগ্রামের পাথেয় যোগায়।

ভবিষ্যৎ বিপ্লবের সূচনা ঃ

আগষ্ট সংগ্রামের মাধ্যমে জনসাধারণের মনে এক দৃঢ় মূল ধারণা এনে দিয়েছে যে, ধণতান্ত্রিক-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ব্যতীত জনজীবনের সমস্যা সমূহের প্রতিকার সম্ভব নয়। আর এই ধণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষক ছাত্র ও জন সাধারণকে সংগঠিত করে দেশব্যাপী সংগ্রামের মারফৎই তা সম্ভব। আগষ্ট সংগ্রামে জনগণের অভ্যুত্থানের মুখে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্টি যে ভাবে পতনমুখ হয়েছিল সেই সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ধারক বাহক রাষ্ট্রের আমূল পরিবর্তনের জন্য আগষ্ট সংগ্রামের অভিজ্ঞতা নিয়ে এগিয়ে গেলে বর্ত্তমান দেশী ধনিক শাসক গোষ্টির পতনও অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দিবে। সেদিন যে শ্রমিক শ্রেণী দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল আজ তার বিপ্লবীদল ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের মধ্যে রূপ নিয়েছে। শ্রমিক কৃষক ছাত্র জনসাধারণের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক সংগ্রামের সাথে সাথে রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামও এগিয়ে চলেছে। আগষ্ট সংগ্রাম কালে যে বৈপ্লবিক সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল আজ তা দ্রুত সত্যে পরিণত হতে চলেছে। আগষ্ট সংগ্রামে ধণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা চূর্ণ করে যে নূতন ও উন্নত ধরণের সমাজব্যবস্থা গড়ার স্বপ্ন ছিল আজ তা বাস্তবরূপ নিয়ে শ্রমিক কৃষক জনসাধারণের গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ার দিকে এগিয়ে এসেছে। আগষ্ট সংগ্রামে ভারতবর্ষের সমাজ বিপ্লবের যে পরীক্ষা হয়ে গেছে, পরবর্ত্তী কালের ছোট বড় আরও বহু সংগ্রামের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে আগামী বিপ্লবের সফলতা অর্জনের শেষ সীমা অতিক্রম করতে আর দেরী কি? আগষ্ট সংগ্রাম ভবিষ্যৎ বিপ্লবের সেই শুভ সূচনা।

আগষ্ট সংগ্রাম—জিন্দাবাদ

ইনকিলাব—জিন্দাবাদ

ডি, ভি, সি-র শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রস্তুতি

গত ১৬ই ও ১৭ই জুলাই ডি, ভি, সি-র অন্তর্গত বোকারো দামোদর ভ্যালি মজদুর ইউনিয়নের আহ্বানে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হয়। উক্ত সম্মেলনে বিভিন্ন প্রোজেক্টে কর্ম্মরত শ্রমিক-দের অর্থনৈতিক দুরবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া ৮ দফা দাবী সম্বলিত এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ডি, ভি, সি-র শ্রমিক কর্ম-চারীদের সংঘবদ্ধ করিবার জন্য একটি ফেডারেশন গঠন করিবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয় এবং চাকুরীতে নিরাপত্তা ও শ্রেণীভেদ লোপ করিবার দাবীতে জোরদার আন্দোলন সুরু করিবার কার্য্যসূচি গ্রহণ করা হয়।

বোকারো রেলওয়ে ময়দানে ৪ হাজার শ্রমিকদের এক বিরাট সভায় বোকারো ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড এ, পি, ফিলিপ সভাপতিত্ব করেন। সভায় উদ্বোধদ করেন দমোদর ভ্যালী মজদুর ইউনিয়নের (বোকারো) সম্পাদক কমরেড আর, নাথ। ডি, ভি, সি-র কর্তৃপক্ষের জঘণ্য দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য ডি, ভি, সি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (পাঞ্চেৎ প্রোজেক্ট) সম্পাদক কমরেড অসিত রায় শ্রমিকদের আহ্বান করেন। কমরেড মহাদেব দেশাই প্রভৃতি বিভিন্ন ট্রেড ইউ-নিয়ন নেতাদের বক্তৃতার পর সর্বসম্মতি-ক্রমে ৮ দফা দাবী সমর্থিত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সম্পাদক—প্রীতিশ চন্দ কর্তৃক ২৩, ডিক্‌সন্ লেন পরিবেষক প্রেসে মুদ্রিত ও ৪৮নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত।

৯ই আগষ্ট, ময়দানে, ৫টায় সম্মিলিত সভায় যোগ দিন